২০৩০ সাল নাগাদ খাদ্য বিভাগ, ঠাকুরগাঁও এর ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিম্নে ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো।

ক্রঃনং	২০০৯ সালের পূর্বে খাদ্য বিভাগ, ঠাকুরগাঁও এর বিদ্যমান অবস্থা	২০০৯-২০১৭খ্রিঃ সময়ের মধ্যে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম ও সাফল্য	২০৩০ সালে খাদ্য বিভাগ, ঠাকুরগাঁও এর কাঙ্খিত অবস্থা
০১	২০০৮ সাল বা তার পূর্বে খাদ্য বিভাগ ঠাকুরগাঁও এ ধান, চাল ও গম সংগ্রহের পরিমাণ ছিল গড়ে ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) থেকে ৭৫,০০০ (পঁচাত্তর হাজার) মে.টন। এর ফলে আনুমানিক ৮০০ (আটশত) থেকে ১,০০০(এক হাজার) জন মিলার ও ১০,০০০(দশ হাজার) থেকে ১২,০০০(বার হাজার) জন কৃষক এবং প্রায় ৮০০০(আট হাজার) জন শ্রমিক প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত ছিল।	২০০৯-২০১৭খ্রিঃ সময়ে খাদ্য বিভাগ ঠাকুরগাঁও এ ধান, চাল ও গম সংগ্রহের পরিমাণ প্রতিবছর গড়ে ৯০,০০০ (নব্বই হাজার) থেকে ১,১০,০০০ (এক লক্ষ দশ হাজার) মে.টন। এর ফলে আনুমানিক ১,৭০০ (এক হাজার সাতশত) থেকে ১,৮০০ (এক হাজার আটশত) জন মিলার ও ১৫,০০০ (পনের হাজার) থেকে ১৮,০০০ (আঠারো হাজার) জন কৃষক এবং প্রায় ২৫০০০ (পঁচিশ হাজার) জন শ্রমিক প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হচ্ছে।	২০৩০খ্রিঃ সাল নাগাদ খাদ্য বিভাগ ঠাকুরগাঁও এ ধান, চাল ও গম সংগ্রহের পরিমাণ হবে গড়ে ১,২৫,০০০(এক লক্ষ পঁচিশ হাজার) থেকে ১,৪০,০০০ (এক লক্ষ চল্লিশ হাজার) মে.টন। এর ফলে আনুমানিক ২,৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত) থেকে ৩,০০০ (তিন হাজার) জন মিলার ও ৫০,০০০(পঞ্চাশ হাজার) থেকে ৬০,০০০ (ষাট হাজার) জন কৃষক এবং প্রায় ৩৫,০০০ (পয়ত্রিশ হাজার) জন শ্রমিক প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবে।
০২	২০০৮ সালে ঠাকুরগাঁও জেলার এল.এস.ডি সমূহের ধারণক্ষমতা ছিল ২৮.৫০০ মে.টন।	২০০৯-২০১৭খ্রিঃ সালে ঠাকুরগাঁও জেলার এল.এস.ডি সমূহের ধারণক্ষমতা ৪২.৫০০ মে.টন উন্নীত হয়েছে।	২০৩০ সালের মধ্যে ঠাকুরগাঁও জেলার এল.এস.ডি সমূহের কাঙ্খিত ধারণক্ষমতা হবে ৭৫,০০০ হাজার মে.টন।
০৩	২০০৮ সালে ঠাকুরগাঁও জেলায় অটোমেটিক চালকলের সংখ্যা ছিল ০২(দুই)টি।	২০০৯-২০১৭খ্রিঃ সালে খাদ্য বিভাগ, ঠাকুরগাঁও এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ১১টি হাস্কিং মিলকে অটোমেটিক চালকলে রুপান্তর করে মোট অটোমেটিক চালকলের সংখ্যা ১৩ (তের)টিতে উন্নীত হয়েছে। ফলে ঠাকুরগাঁও জেলার চালের গুণগতমান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।	২০৩০ সালের মধ্যে ঠাকুরগাঁও জেলায় অটোমেটিক চালকলের সংখ্যা ৭৫ টিতে উন্নীত হবে। ফলে ঠাকুরগাঁও জেলার চালের গুণগতমান আরো বৃদ্ধি পাবে এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।
০৪	২০০৮ সালে ঠাকুরগাঁও জেলা হতে লাইসেন্স নবায়ন বাবদ ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছিল।	২০০৯-২০১৭খ্রিঃ সময়ে ঠাকুরগাঁও জেলা হতে লাইসেন্স নবায়ন বাবদ প্রতিবছর গড়ে ১৫,০০,০০০/- (পনের লক্ষ) টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।	২০৩০খ্রিঃ সাল নাগাদ ঠাকুরগাঁও জেলা হতে লাইসেন্স নবায়ন বাবদ প্রতিবছর ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ) টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হবে মর্মে আশা করা যায়।
০৫	২০০৮ সালে ভি.জি.ডি, ভি.জি.এফ, ইপি, ওপি সহ অন্যান্য খাতে চাল ও গমের মোট বিলি-বিতরণের পরিমাণ ছিল ৬০০০(ছয় হাজার) থেকে ৭০০০ (সাত হাজার) মে.টন।	২০০৯-২০১৭খ্রিঃ সময়ে ভি.জি.ডি, ভি.জি.এফ, ইপি, ওপি, খাদ্যবান্ধব সহ অন্যান্য খাতে প্রতি বছর গড়ে খাদ্যশস্য বিলি-বিতরণের পরিমাণ ৮০০০(আট হাজার) থেকে ১০,০০০(দশ হাজার) মে.টন।	২০৩০খ্রিঃ সাল নাগাদ ভি.জি.ডি, ভি.জি.এফ, ইপি, ওপি, খাদ্যবান্ধব সহ অন্যান্য খাতে গড়ে খাদ্যশস্য বিলি-বিতরণের পরিমাণ হবে ১২,০০০(বার হাজার) থেকে ১৫,০০০(পনের হাজার) মে.টন।
০৬	২০০৮ সালে নিম্ন মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়কল্পে শুধুমাত্র ও.এম.এস এর মাধ্যমে চাল বিক্রয় কার্যক্রম চালু ছিল। এ খাতে বছরে গড়ে খাদ্য শস্য বিলি-বিতরণের পরিমাণ ছিল ৪০০(চারশত) থেকে ৫০০(পাঁচশত) মে.টন।	২০০৯-২০১৭খ্রিঃ সময়ে নিম্ন মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়কল্পে ও.এম.এস খাতে চাল বিক্রয়ের পাশাপাশি আটা বিক্রয় এবং খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি, ৪র্থ শ্রেণি কর্মচারী সুলভ মূল্য খাতে খাদ্যশস্য বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। উল্লিখিত খাতসমূহে বছরে গড়ে খাদ্য শস্য বিলি-বিতরণের পরিমাণ ১০০০০(দশ হাজার) থেকে ১২০০০(বার হাজার) মে.টন।	২০৩০ খ্রিঃ সাল নাগাদ ঠাকুরগাঁও জেলার জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়কল্পে ও.এম.এস খাতে চাল ও আটা বিক্রয়, খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি, ৪র্থ শ্রেণি কর্মচারী সুলভ মূল্য খাতে চাল বিক্রয় এবং সরকারি অফিসের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মধ্যে রেশন সামগ্রী বিলি-বিতরণ করা হবে। উল্লিখিত খাতসমূহে বছরে গড়ে খাদ্য শস্য বিলি-বিতরণের পরিমাণ ১৫০০০(পনের হাজার) থেকে ১৮০০০(আঠার হাজার) মে.টন।